بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এই পৃথিবীতে আগমনকারী প্রত্যেক মানুষেরই একদিন এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। বরং কোন কিছুই স্থায়ী নয়। কতক একান্ত শৈশবেই আল্লাহ্ তা'লার কাছে ফিরে যায় এবং আল্লাহ্ তা'লাই তাদেরকে নিজের কাছে ডেকে নেন। আর কতক যৌবনে, কেউ বৃদ্ধ বয়সে বা কেউ চরম বার্ধক্যে পৌঁছায়, যাকে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে أَرْذَلِ الْعُمُرِ আখ্যা দিয়েছেন আর সেই বয়সে পৌঁছে মানুষ পুনরায় শৈশবের পরমুখাপেক্ষিতা এবং জ্ঞানহীনতার শিকার হয়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। প্রত্যেক প্রয়াত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়-স্বজন, কাছের আপন মানুষের বিদায়ে শোকাভিভূত হয়, তা বিদায় সে যে বয়সেই নিক। তবে কিছু সত্তা বা কতক ব্যক্তিত্ব এমন হয়ে থাকে, এই পৃথিবী থেকে যাদের বিদায় নেয়া এবং ইন্তেকালে শোক এবং দুঃখে জর্জরিত মানুষের গন্ডী অনেক বিস্তৃত হয়ে থাকে। আর এমন কোন প্রিয় ব্যক্তিত্ব যদি যৌবনে আকস্মিকভাবে ইহজগত থেকে বিদায় নেয় তাহলে দুঃখ-বেদনা বহুগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু খোদা তা'লা আমাদেরকে প্রতিটি কষ্ট আর সমস্যায় এবং আক্ষেপ ও দুঃখ-বেদনাকালে খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার জন্য إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ-এর দোয়া শিখিয়েছেন, অর্থাৎ আমরা খোদা তা'লারই, আর তাঁরই পানে আমরা প্রত্যাবর্তনকারী। আর পৃথিবী থেকে বিদায়ী এই ব্যক্তির নিকটাত্মীয়রা পরম ধৈর্য্য ধারন করে এই দোয়া যখন পড়ে আল্লাহ্ তা'লা তখন মরহুমের পদমর্যাদা যেভাবে উন্নীত করে দেন তেমনিভাবে মরহুমের ছেড়ে যাওয়া শোকাভিভূত আত্মীয় স্বজনের আন্তরিক প্রশান্তিরও ব্যবস্থা করে থাকেন।

সম্প্রতি আমাদের অতীব প্রিয় এক স্নেহভাজন, জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ছাত্র রেযা সেলীম এক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ২০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। একজন, তার প্রিয়ভাজন এক বন্ধু আমাদের জানিয়েছেন যে, ইন্তেকালের সংবাদ পাওয়ার দু'ঘন্টার ভিতর তিনি নিজ স্ত্রীসহ সমবেদনা জানানোর উদ্দেশ্যে মরহুমের পিতা-মাতার কাছে যান। তিনি বলেন, আমার স্ত্রীর আশ্চর্য্যের কোন সীমা ছিল না যখন মরহুমের মা বললেন যে, সে আমার বড়ই প্রিয় সন্তান ছিল, কিন্তু যিনি তাকে ডেকে নিয়েছেন তিনি তার চেয়েও বেশি প্রিয়। এই হলো সেই মু'মিন সুলভ উত্তর যা আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারীদের মাঝে দেখতে পাই। কোন হৈচৈ বা আহাজারি নেই। হ্যাঁ, আক্ষেপ বা দুঃখ হয়, যার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ মানুষ কাঁদেও এবং দুঃখের আতিশয্যে ভারাক্রান্তও থাকে। আর যুবক ছেলে হারানোর কষ্ট মায়ের চেয়ে বেশি আর কে অনুভব করতে পারে বা সন্তানের মৃত্যু বেদনায় মায়ের চেয়ে বেশি জর্জরিত কে হতে পারে? বা পিতার চেয়ে অধিক, কে তার যুবক ছেলের ইন্তেকালের বেদনা অনুভব করতে পারে? পিতা সম্পর্কেও আমাকে বলা হয়েছে যে, দুর্ঘটনার সংবাদ শুনতেই চরম শোকে তিনি মুহ্যমান ছিলেন, কাঁদছিলেনও আর একই সাথে দোয়াও করে থাকবেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পর মৃত্যুর নিশ্চিত সংবাদ আসে যে, ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আর তখন তিনি শান্ত হয়ে যান।

অতএব, প্রকৃত মু'মিনের উন্নত মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ। যুবক সন্তানের আকস্মিক মৃত্যু এত স্বল্প সময়ে ভুলে যাওয়া সম্ভব তো নয় তবে একজন মু'মিন খোদার সমীপে উপস্থিত হয়ে তার দুঃখকষ্ট বর্ণনা করে, ক্রন্দনও করে, আর আত্মিক প্রশান্তি এবং মরহুমের মর্যাদার উন্নতির জন্য দোয়াও করে থাকে। আমি জার্মানীতে সফরে ছিলাম। আমার ফিরতি সফরও সেই দিনেই আরম্ভ হয়। যাত্রা আরম্ভ করার পূর্বেই আমি সংবাদ পাই যে, দুর্ঘটনা ঘটেছে। আর পথিমধ্যে ইন্তেকালেরও সংবাদ আসে। তখন প্রিয়ভাজনের চেহারা বারংবার আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। দোয়ার তৌফিকও পেতে থাকি। সে অত্যন্ত প্রিয় এবং আদরের এক যুবক ছিল। জামেয়া আহমদীয়া, ইউ কে-র ছাত্ররা রীতি অনুযায়ী আমার সাথে যেহেতু নিয়মিতই সাক্ষাত করে থাকে তাই তাদের সবার সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং পরিচিতিও রয়েছে। মুলাকাতের সময় কিছু সময় থাকলে আমার সাথে তারা প্রশ্নোত্তর মূলক আলোচনাও করে থাকে। আমার সাথে এই যুবকের শেষ যেই সাক্ষাতটি হয় তখন কিছু প্রশ্ন তার মাথায় ছিল, যার উত্তর প্রদান কিছুটা সময় নেয়। আমি তাকে বিস্তারিতভাবেই বুঝিয়েছি। তার পিতার বলার পর আমার মনে পড়ছে যে, এই সাক্ষাতের পর স্নেহের রেযা খুবই সন্তুষ্ট এবং আনন্দ বোধ করছিল যে, আজকে মোটামুটি ১৫/১৬ মিনিটের এই সাক্ষাতে আমার প্রশ্নের বিশদ উত্তর আমি পেয়েছি। সবসময় তার চোখে খিলাফতের জন্য বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাপূর্ণ এক চমক বা ঔজ্জ্বল্য বিরাজ করতো। সে যখন জামেয়ায় ভর্তি হয় তখন আমার ধারণা ছিল যে, হয়তো খেলা-তামাশা বা ক্রীড়া-কৌতুকেই তার আগ্রহ বেশি, আর নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা সাধারণভাবে প্রত্যেক আহমদীর যেমন থাকে তার মাঝেও তেমনই থাকবে, শৈশবে বা কৈশোরে যেমনটা হয়, এই ছেলের অবস্থাও তেমনই হবে। কিন্তু এই ছেলে আমার ধারণা পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে। পড়ালেখায়ও মেধাবী প্রমাণিত হয়েছে, নিঃসন্দেহে খেলাধূলায় তার আগ্রহ ছিল কিন্তু নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রেও সে ছিল যোজন-যোজন এগিয়ে । আন্তরিক এক প্রেরণায় ছিল সমৃদ্ধ যে, 'খিলাফত এবং ধর্মের সুরক্ষার জন্য আমি নগ্ন তরবারি হয়ে যাব', আর যেভাবে তার কতিপয় বন্ধু কতক ঘটনা তুলে ধরেছে তা থেকে প্রতিভাত হয় যে, সে এটি করেও দেখিয়েছে।

তার বহু বন্ধু, সহপাঠি, জামেয়ার ছাত্ররা, ভাই-বোন এবং পিতা-মাতা আমার কাছে তার গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন। একটি কথা প্রায় সকলেই লিখেছে যে, বিনয়, উন্নত আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় আত্মাভিমান, খিলাফতের সাথে সম্পর্কের নিবীড়তা এবং ভালোবাসা, আতিথেয়তা, অন্যের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, এসবই ছিল তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। রসূলে করীম (সা.)-এর উক্তি অনুসারে এমন মানুষ সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে যাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায় আর সবাই যাদের প্রশংসাও করে থাকে। এই যুবক ধর্ম সেবার এক বিশেষ চেতনা এবং প্রেরণায় সমৃদ্ধ ছিল। আর খেলাধূলা এবং হাইকিংয়ে হয়তো এজন্য অংশ নিত কেননা ধর্ম সেবার জন্য দেহ সুস্থ্য থাকা আবশ্যক। তার বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে এই প্রিয় যুবক সম্পর্কে যারাই যা লিখেছেন তদের প্রতিটি কথা তার সুন্দর গুণাবলীর পরিচায়ক।

স্নেহের রেযা সেলীম আমাদের প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসে কর্মরত সেলীম জাফর সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি ২০১৬ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর ইতালীতে হাইকিংয়ের সময় এক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছেন إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৯৩ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি যুক্তরাজ্যের গিলফোর্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওয়াকফে নও তাহরীকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের পুরুষানুক্রমে

আহমদীয়াত প্রবেশ করে তার বড় দাদা জনাব আলাদ্বীন সাহেবের মাধ্যমে, যার নিবাস ছিল কাদিয়ানের নিকটবর্তী এক গ্রামে। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। এই স্নেহভাজন ২০১২ সনে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন। তিনি তার পুরুষানুক্রমের প্রথম মুবাল্লিগ হতে যাচ্ছিলেন আর দরজায়ে সালেসা উত্তীর্ণ হয়ে রাবেয়ায় প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন। মরহুম মূসীও ছিলেন। তিনি ওসীয়্যত ফরম পূরণ করেছিলেন যার মঞ্জুরীর কার্যক্রম চলছিল, আমি কারপরদাযকে এ প্রসঙ্গে লিখে দিয়েছি যে, তার ওসীয়্যত আমি মঞ্জুর করছি। পিতা মাতা ছাড়া তার দুই ভাই এবং দুই বোন রয়েছে।

জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের শিক্ষক এবং হাইকিংয়ের ইনচার্জ হাফিয এজাজ আহমদ সাহেব ঘটনার সময় সাথে ছিলেন। এই ঘটনার কিছু বিশদ বিবরণ তুলে ধরতে গিয়ে তিনি লিখেন, একদিন পূর্বে আমরা পাহাড়ের চূড়া অতিক্রম করার পর ৫০০ মিটার নীচে একটি কাঠের ঘরে রাত অতিবাহিত করি। অর্থাৎ উপর থেকে নীচে নেমে আসি। দুর্গম যে পথ, তা আমাদের অতিক্রম হয়ে গিয়েছিল। সেখানে আমাদের সাথে অন্য আরো ১০জন হাইকারও ছিল। সকাল প্রায় ৮টার দিকে আমরা সেই কাঠের ঘর থেকে ফিরতি যাত্রা আরম্ভ করি। তখন আবহাওয়াও সম্পূর্ণ অনুকূলেই ছিল। আমরা সবাই সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হচ্ছিলাম এমন সময় হঠাৎ স্নেহের রেযা সেলীমের পা ফসকে যায় বা কোন পাথরের সাথে হোঁচট খায়, যার কারণে তিনি নিজেকে সামলাতে পারেননি এবং ঢালু অধিক হওয়ার কারণে দ্রুত গতিতে নীচের দিকে যেতে থাকেন আর শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি এবং তার মাথা নীচাবস্থায় ভূপৃষ্ঠে এসে লাগে। যদিও তিনি মাথায় হেলমেট পরিহিত ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও নীচে পড়ে যাওয়ার কারণে আঘাত লাগে মাথাতেই। যেহেতু খাড়াভাবে পড়তেছিলেন তাই ডাক্তারদের ধারণা পতিত হওয়া কালে পূর্বেই হয়তো তার চেতনা হারিয়ে যায় অর্থাৎ মাথায় আঘাত লাগার আগেই তার চেতনা লোপ পায় বা শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। যাহোক, সেই সময় অধম তাকে ধরার চেষ্টা করি কিন্তু সফল হইনি। আমার পরে আরেকজন ছাত্র, স্নেহের হুমায়ূন, যিনি সামনে যাচ্ছিলেন, তাকে দ্রুত ডেকে বলি, তিনিও ধরার চেষ্টা করেন আর স্নেহের হুমায়ূনের হাত তাকে স্পর্শও করে কিন্তু তিনিও তাকে ধরতে সক্ষম হননি। স্নেহের রেযা সেলীম দ্রুত উপত্যকার গভীর খাদে পড়ে যান। দুর্ঘটনায় পতিত হতে দেখে অন্যান্য কতিপয় ছাত্রও তাকে উদ্ধারের জন্য নীচে নামার চেষ্টা করে কিন্তু আমি তাদেরকে বারণ করি কেননা এর ফলে বড় ক্ষতি হওয়ার আশংকা ছিল। তখন অন্যান্য পর্বতারোহীদের সাহায্যে অবশিষ্ট ছাত্রদেরকে উপরে নিয়ে আসি, তারাও অনেকটা নীচে নেমে গিয়েছিল। সেই সময় অন্য ছাত্র যারা সাথে ছিল, ঘটনার আকস্মিকতার কারণে তাদের চলার শক্তি যেন হারিয়ে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনার অব্যবহিত পর ফোনে ইমার্জেন্সি সার্ভিসকে সংবাদ দেয়া হয় আর ২০ মিনিটের ভেতর হেলিকপ্টার চলে আসে। স্নেহের রেযা সেলীম আমাদের দৃষ্টির মধ্যেই ছিল। আমরা হেলিকপ্টারকে সেই জায়গা দেখিয়ে দিলে তারা হেলিকপ্টারের সাহায্যে সেখানে উদ্ধারকারীদের নামিয়ে দেয়। আমাদের পুরো গ্রুপ যতক্ষণ পর্যন্ত হেলিপ্যাডে না পৌঁছায় ততক্ষণ তারা ছাত্রদেরকে স্নেহের রেযা সেলীমের ইন্তেকাল সম্পর্কিত কোন সংবাদ দেয়নি। সব ছাত্ররা যখন নিরাপদে হেলিপ্যাডে পৌঁছে যায় তখন জরুরী উদ্ধারকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা আমাদের ছাত্রদের রেযা সেলীমের ইন্তোকালের সংবাদ জানায়। এরপর এক ঘন্টার ভেতর সকল ছাত্রকে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে নিকটবর্তী শহরে পৌঁছানো হয়। এই দুর্ঘটনার

সময় আবহাওয়া সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার ছিল। আমরা যে ট্র্যাক বা পথ ধরে যাতায়াত করছিলাম এর নামই হলো নরমাল 'ট্র্যাক টু পীক'। আর রেযা সেলীমের পিতা সেলীম সাহেবও সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, সেখানে স্থানীয় লোকদের সাথে সাক্ষাত হয় আর তারা জানিয়েছে, এটি সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা, কঠিন কোন পথ নয়, আমাদের সন্তান-সন্ততিরাও এই পথ অতিক্রম করেই থাকে। এছাড়া এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি আসেন, তিনিও বলেন যে, আমি প্রতিদিন এখানে ভ্রমণ করতাম। তিনি আরো বলেন, সাধারণত ছোট-বড় সবাই এই পথে যাতায়াত করে। সেখানকার স্থানীয়দের যারাই এই দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়েছে সবাই বলে যে, বাহ্যত এই রাস্তায় কোন ঝুঁকি ছিল না, খোদার ঐশী তক্বদীর বলেই মনে হয়। যাহোক, এ পুরো তথ্য বিস্তারিতভাবে আমি এজন্য বললাম কেননা ফোনে অনেকে এবং হোয়াটস্এ্যাপে বা অন্যান্য মাধ্যমেও কিছু ভ্রান্ত মন্তব্যও কেউ কেউ করছেন যে, হয়তো একা বেরিয়ে গিয়েছিল, আবহাওয়া ভালো ছিল না, পুরো ব্যবস্থা নেওয়া ছিল না, সঠিক পোষাক পরিধান করেনি ইত্যাদি। অথচ স্থানীয় পত্রিকাও এই সংবাদ প্রকাশ করেছে যে, তারা পুরো প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম পুরোই নিয়েছিল আর সঠিক পোষাকও পরিহিত ছিল। অতএব, যারা এমন মন্তব্য করে থাকে তাদেরও বিবেক বুদ্ধি খাটানো উচিত। এমন দুখঃজনক ঘটনাকালে সময় বৃথা মন্তব্য করার পরিবর্তে সহানুভূতি ব্যক্ত করা উচিত। এই ঘটনায় ব্যবস্থাপকদেরও কোন দোষ বা ত্রুটি নেই আর অন্য কারো কোন দোষ বা ত্রুটি নেই। আল্লাহ্ তা'লার নির্ধারিত একটি সময় থাকে, সেই সময় এসে গেছে, আর পা ফসকে গেছে বা পাথরে হোঁচট খেয়েছে কিংবা মাথা ঘুরে বা যে কোন কারণেই হোক পড়ে গেছে। যাহোক তকদ্বীর এটিই ছিল, আল্লাহ্ তা'লা হয়তো তার জীবনকাল এতটাই নির্ধারিত রেখেছিলেন। অন্যান্য ছাত্র যারা সাথে ছিল তারাও একারণে শোকাভিভূত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও মনোবল এবং দৃঢ়তা দান করুন, তারা যেন দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। স্মৃতি ভোলানো সম্ভব নয় যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি। বন্ধুদের মাঝে আলোচনাও হতে থাকবে। কিন্তু জামেয়ার ছাত্রদের মাঝেও এর ফলে কোন প্রকার নৈরাশ্য দেখা দেওয়া উচিত নয় এবং কোন ভয় ভীতিও বিরাজ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

সেলীম জাফর সাহেব লিখেন, সে আমার বড়ই স্নেহের সন্তান ছিল, বহু গুণাবলীর আধার ছিল। তিনি বলেন, এর মাঝে কয়েকটির কথা আমি উল্লেখ করছি, সবসময় সত্য বলতো। কোন ভুল হলে গোপন করতো না। বকা-ঝকার ভ্রুক্ষেপ করতো না। ভুল স্বীকার করা এবং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ছিল তার অভ্যাস। শিশুদের খুবই ভালোবাসতো। বোনের সন্তানদের প্রতি তার গভীর স্নেহ ছিল। তার বোন নিজ সন্তানদের বকা-ঝকা করলে তিনি এতই স্নেহপরায়ণ ছিলেন যে, নিজেই কেঁদে ফেলতেন, এবং বলতেন, বাচ্চাদের বকাঝকা করলেই সংশোধন হয়ে যায় না। মুলাকাতের কথা আমি পূর্বেই বলেছি, তিনিও এ প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, যখনই মুলাকাত হতো অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমাকে ফোনে অবহিত করতো যে, আজকে হুযূরের সাথে সাক্ষাত হয়েছে আর আমাদেরকেও সেই আনন্দে অংশীদার করতো। তিনিও যেহেতু একই অফিসে আছেন, বলেন, মুলাকাতের পূর্বে অফিসে এলে অবশ্যই নেইলকাটার চাইতো যে, ভিতরে যাচ্ছি, মুসাফাহ্ করতে গিয়ে কোথাও আমার নখ না লেগে যায়। কতজন এমন আছে যারা এত সূক্ষ্মতার সাথে কোন বিষয় দেখে বা অনুভব করে। অন্যদের ভালো কোন জিনিস আছে দেখতে পেলে আনন্দিত হতো। শৈশব থেকেই আমরা যখনই চকলেট বা অন্য কোন কিছু তার জন্য নিয়ে আসতাম, যদি এক সপ্তাহ চলার মত কিছু হতো,

তাহলে প্রথম দিন তার হাতে আসতেই তা নিয়ে গিয়ে সহপাঠীদের মাঝে বিতরণ করে দিত। জামেয়ায় অধ্যয়নকালেও লন্ডনের বাহির থেকে যারা এসেছে, যাদের পক্ষে সপ্তাহান্তে বাড়ী যাওয়া সম্ভব নয় তাদের সম্পর্কে মাকে বা বোনদেরকে আগাম বলতো যে, আমার সাথে বন্ধুরাও আসছেন, তারা আমাদের সাথেই খাবার খাবেন, তাই খাবার প্রস্তুত রাখুন। তাকে যদি হোস্টেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন খাবার জিনিস দেয়া হতো তাহলে পর্যাপ্ত হলে নিয়ে যেত এজন্য যে, আমার রুমমেটদের জন্যও যেন পর্যাপ্ত হয় নতুবা রেখে যেতো এবং বলতো, আমি লুকিয়ে কিছু খেতে পারবো না। বন্ধুদের কাপড় চোপড়ও অনেক সময় সে ঘরে নিয়ে আসতো এই বলে যে, এগুলো বন্ধুদের কাপড়, ধুয়ে ইস্ত্রী করে দিন। ভাইবোনদের সাথে গভীর ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল তার। পুরো দায়িত্ববোধের সাথে সবার কাজ করে দেয়া আর সেবা ও যত্ন-আত্তি করা তার রীতি ছিল। তিনি নিঃসন্দেহে খরচের হাত নিজের বেলায় সংযত রাখতেন, কার্পণ্য বলা উচিত নয়, তবে অপব্যয় করতেন না। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে তার হাত ছিল উন্মুক্ত। ওসীয়্যতও করেছিলেন, আমি যেভাবে বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তার ওসীয়্যত মঞ্জুরও হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খিলাফতের প্রতি বাঁধভাঙ্গা ভালোবাসা ছিল তার। খিলাফত বিরোধী কোন কথা শোনাই পছন্দ করতেন না। আর বাজে কোন কথা শুনলে নীরব থাকতেন না। এমন কোন কথা শুনলে সে যে-ই হোক সর্বদা তার চেহারা রক্তিম হয়ে যেতো। যেহেতু খুবই ধৈর্য্যশীল ছিলেন, কখনো কিছু চাইতেন না, তাই তার অভাব বা চাহিদার প্রতি আমাদেরই সজাগ থাকতে হতো। পড়ালেখার সময়, যুক্তরাজ্যের বাইরের ছেলেদের বিশেষ করে ইউরোপ থেকে যারা আসে তাদের ইংরেজীর ক্ষেত্রে সাহায্য করতো। অনেক ছেলেরাও আমাকে লিখেছে এবং সিনিয়র ছাত্ররাও লিখেছে যে, আমাদের ইংরেজী পরীক্ষার সময় সে অনেক সাহায্য করতো, আমাদেরকে পড়াত এবং বোঝাত। রাগ বলতে কিছুই তার মাঝে ছিল না। সর্বদা তাকে হাসিখুশিই দেখেছি। এই কথাটি সবাই লিখেছে। নির্মল হাস্যরসে অংশ নিত আর উপভোগও করতো। রীতিমত নামায পড়তো। ওয়াকফে নও তো ছিলই। তার পিতা বলেন যে, ওয়াকফে জিন্দেগী হওয়ার সম্মানও আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন। সর্বদা সত্য বলার মাধ্যমে সত্যবাদিতার বৈশিষ্ট্য থেকে নিজের সামর্থ অনুসারে অংশ পেয়েছে। আমার দীর্ঘ বাসনা ছিল যে, সে মুরুব্বী হয়ে জামাতের সেবা করবে। তিনি আমাকেও একথা বলেছেন। আমি তখন তাকে বলি যে, এই ছেলে জামেয়ার পড়ালেখা শেষ করার পূর্বেই মুরুব্বী হয়ে গেছে। অন্য আরো কিছু ঘটনার আলোকে আমি উল্লেখ করবো যে, তার মাঝে তবলীগ এবং তরবীয়্যতের জন্য কিরূপ ব্যগ্রতা ছিল। আর এই সফরও যেভাবে আমি বলেছি, নিঃসন্দেহে সুস্থ্য দেহ লাভের জন্যই সে পর্বতারোহনের এই সফর অবলম্বন করেছে আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটিও একটি ধর্মীয় সফর হিসেবে গন্য হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন, তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্তদের মাঝে তাকে স্থান দিন। এছাড়া তার পিতা এটিও লিখেছেন যে, একবার ওয়াকফে আরযির জন্য সে ম্যানচেস্টার গিয়েছিল। ফিরে আসার দিন কেউ তার পকেটে একটি খাম গুঁজে দেয়। সে খুলে দেখে, তাতে কিছু নগদ মুদ্রা রয়েছে। রেযা তখন হাসিমুখে কৃতজ্ঞতার সাথে সেই টাকা ফেরত দেয় এবং বলে যে, আঙ্কেল! এটি গ্রহণ করা আমাদের জন্য নিষেধ। কয়েক দিন পর সেই ব্যক্তি আমাকে চিঠিও লিখে যে, এক ছোট বালক যে মুরুব্বী হচ্ছে বা মুরুব্বী প্রশিক্ষন নিচ্ছে, এখানে সে এসেছিল আর আমাদের সবাইকে আশ্চর্যান্বিত করে চলে যায়। তিনি লিখেন, এমন

সন্তানরা মুরুব্বী হলে জামাতে অবশ্যই আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আসবে কেননা তাকে টাকা সাধা হলেও সে তা নিতে অস্বীকার করে আর অত্যন্ত কষ্ট করে সে নিজ দায়িত্ব পালন করেছে।

তার মা লিখেন যে, আমার পুত্র, পিতা-মাতা এবং জামাতের প্রতি ছিল আনুগত্যশীল। আমার সাথে তার গভীর মমতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এমনিতে তো, সব পিতা মাতারই সন্তানদের সাথে মমতায় পূর্ণ সম্পর্ক থেকে থাকে তবে তার ভালোবাসার ধরণ-ধারন ছিল অভিনব। অত্যন্ত যত্নবান, মান্যকারী, তুচ্ছ্যাতিতুচ্ছ্য বিষয়েও খুবই শ্রদ্ধা-ভরে কথা বলতো। ছোট-বড় সবার সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করতো। গৃহ-কার্যে আমাকে সাহায্য করতো। যখনই ঘরে থাকতো কিছুক্ষণ পরপর জিজ্ঞেস করতো, আপনি কি ক্লান্ত, আমি কি সাহায্য করবো! আমাকে কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্থ দেখা পছন্দ করতো না আর এটি বলতো যে, আপনার চোখে আমি যেন পানি না দেখি। জামেয়া থেকে আসতেই বাড়ীর সবাইকে জিজ্ঞেস করতো, পুরো সপ্তাহ কেমন ছিলেন সবাই। গভীর আগ্রহের সাথে সবার খোঁজ খবর নিত। তার বয়স যখন খুব কম ছিল তখন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) ইসলামাবাদ গেলে স্কুল থেকে ফিরতেই ছুটে যেত যে, আমি হুযূরের সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছি আর একইসাথে তার সাথে ভ্রমণও করবো। ডাক্তার নুসরাত জাহান সাহেবা রাবওয়ার অধিবাসীনি, তিন এখন অসুস্থ্য আর আজকাল এখানেই আছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও আরোগ্য দান করুন। সেলীম সাহেবের গৃহিনীর সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। সেলীম রেযা বলতো, আমি তার জন্য অনেক দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা তাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য সেলীম রেযার দোয়াগ্রহণ করুন। তিনি (ডাক্তার সাহেব) আরো লিখেন যে, জুমুআর দিন আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার ঘরে অনেক মানুষ আসছে আর অনেক ছবি তোলা হচ্ছে। গভীর দুশ্চিন্তা নিয়ে আমি জেগে উঠি আর আমার স্বামীকে বলি যে, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি যার কারণে আমি খুবই ভীত। এই স্বপ্নের অর্থ আমার কাছে ভালো মনে হচ্ছে না, আপনি সকালেই সদকা দিন। তিনি বলেন, অফিসে গিয়েই সদকা দিয়ে দিব। কিন্তু তার পূর্বেই এই দুঃখজনক সংবাদ এলো। তার মা বলেন, যখনই আমি তাকে কোন কাপড় কিনে দিতাম সে আনন্দের সাথে তা পরিধান করতো এবং খুব প্রশংসা করতো। আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্যে অনেক অগ্রগামী ছিল। কেউ তাকে একবার আমন্ত্রণ করলে ভুলতো না আর যখনই তার সাথে সাক্ষাৎ হতো বা কেউ ইসলামাবাদ এলে তাৎক্ষনিকভাবে ঘরে এসে বলতো যে, অমুক অমুক ব্যক্তিরা এসেছেন, খাবার রান্না করুন এবং তাদেরকে খাবার খাওয়াতে দাওয়াত দিন।

তিনি আরো লিখেন যে, সফরে যাওয়ার পূর্বে ফোনে আমাকে উর্দূ লেখা শিখাতে থাকে এবং বলে যে, আপনাকে অন্যান্য ভাই বোনদেরকে জিজ্ঞেস করতে হয় যে, কেমন আছি। তাই আপনি নিজেই আমাকে উর্দূতে লিখুন আর আমি স্বয়ং আপনাকে উত্তর দিব। তিনি বলেন, আমি যে নসীহতই করেছি তা পুরোপুরি মেনে চলার চেষ্টা করতো আর নিজ বন্ধুদেরকেও সে একই কথা বলেছে। খিলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক ছিল, জামাতের ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ক্ষুদ্র নির্দেশও মেনে চলার চেষ্টা করতো। তার মা বলেন, একবার আমাকে বলে যে, আমার ইচ্ছা হয় যেন খুব ভালো মুরুব্বী হয়ে জামাতের অনেক তবলীগ করতে পারি। আমি এত আহমদী বানাতে চাই যা দেখে আমার প্রতি আপনার গর্ব হবে।

তার বোন রাফিয়া সাহেবা বলেন, সে আমাদের বড়ই আদরের ভাই ছিল। যদিও ছোট ছিল কিন্তু তার চিন্তাধারা ছিল খুবই গভীর। ছোট হয়েও সবার প্রতি যত্নবান ছিল। সকল বয়সের মানুষের

সাথে তাদের বয়স অনুপাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা-বার্তা বলতো। আজ পর্যন্ত সে কারো মনে আঘাত করেনি। ভদ্রভাবে সব কথা শুনতো আর সশ্রদ্ধ উত্তর দিত। পূর্বে কাজ করার জন্য বহু কর্মী ইসলামাবাদে যেতো, সংস্কারমূলক অনেক নির্মাণ কাজ সেখানে হতো, লাজনা হল নির্মাণাধীন অবস্থায় তাদের দেখাশুনা করা, চা পৌঁছানো বা অন্যান্য খাদ্য পানীয় সরবরাহ করার জন্য সবসময় তাদের সেবায় সে নিয়োজিত থাকতো। আর সবাই বলাবলি করতো যে, কেবল এই ছেলেই আমাদের খবরাখবর রাখে।

তার ভাই আসাদ সেলীম সাহেব বলেন, খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ ছিল। সহজ-সরল ও স্পষ্ট কথা বলতো। সম্প্রতি আমরা তাকে একটি নতুন গাড়ি কিনে দিয়ে সারপ্রাইজ দেই। তার ভাই ভালো চাকরি করেন, ছোট ভাইকে তিনি গাড়ি কিনে দিয়েছেন। রেযা সর্বপ্রথম এই গাড়ি সম্পর্কে যা জিজ্ঞেস করে তা হলো এর মূল্য কত, এবং বলে, মুরুব্বী হিসেবে আমার সাদামাটা জীবন যাপন করা উচিত, আর বেশি দামী জিনিস নেয়া উচিত নয়।

তার বোন আমাতুল হাফিয সাহেবা লিখেন, তার একটি বৈশিষ্ট্য হলো কারো সমালোচনা শুনা পছন্দ করতো না। তার আরেকটি গুণ হলো মানুষের নেতিবাচক ধ্যান-ধারণাকে সে ইতিবাচকে পাল্টে দিতে পারতো। তার কথা ছিল, মানুষের ভালো গুণাবলীর ওপর আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত, তাদের দোষ ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করার পরিবর্তে তাদের জন্য দোয়া করা উচিত। তার সরলতার একটি দৃষ্টান্ত হলো ঈদে তার জন্য মা নতুন কাপড় ক্রয় করলে, সেই কাপড় পরে সে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়তো যে, এই কাপড়ে কোথাও আবার অপ্রয়োজনীয় কৃত্রিমতা বা লোক দেখানো ভাব না প্রকাশ পায়। তাই পুরোনো কোন কাপড় বা জ্যাকেট ইত্যাদি সেই নতুন কাপড়ের ওপর পরে নিতো।

জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষক কুদ্দূস সাহেবও এই সফরে সাথে ছিলেন। তিনি বলেন যে, আশৈশব আমি তাকে জানি। রেযা সেলীম যখন জামেয়ায় ভর্তি হয় তখন আমি শাহেদ ক্লাসের ছাত্র ছিলাম। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই অধম তার সাথে মাত্র এক বছরই কাটিয়েছি। কিন্তু খোদ্দামুল আহমদীয়ার তরবীয়তি ক্লাস, ইজতেমা এবং জলসা সালানায় এক সাথে দায়িত্ব পালনের বা ডিউটি করার সৌভাগ্য হয়েছে। খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর সাহেবও আমাকে বলেছেন, খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমার সময় প্রশ্নোত্তর অধিবেশন চলাকালে বিভিন্ন ছেলেদের সাথে সে ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করতো। কুদ্দূস সাহেব লিখেন যে, স্নেহের রেযা সেলীমের ডিউটি হতো হাইজিন বিভাগে। এখানে হাইজিন বলা হয় আসলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিভাগ। কিন্তু কখনো সে এটি বলেনি যে, আমার ডিউটি এই বিভাগে কেন দেয়া হলো বরং কঠোর পরিশ্রম, একাগ্রতা এবং অবিচল নিষ্ঠার সাথে সে এই দায়িত্ব পালন করতো। তিনি আরো বলেন, জামেয়াতে আমার পড়ানোরও সুযোগ হয়েছে। সে খুবই বুদ্ধিমান এবং মেধাবী ছাত্র ছিল। ক্লাসে সবার আগে এসে মনোযোগ সহকারে বসতো। সর্বদা হাসিমুখে কথা বলতো। কোন সময় সে রাগ প্রকাশ করেছে বলে আমার মনে পড়ে না বরং সবসময় অন্যদেরকে সাহায্য করার লেগে থাকতো। ক্রিকেট খেলার প্রতিও আগ্রহ ছিল। কিন্তু স্কোর ইত্যাদি দেখতে হলেও সর্বদা শিক্ষকের অনুমতি নিয়েই ক্লাস থেকে যেত। তিনি বলেন, এই হাইকের সময় এক রাত আমরা কাঠের ঘরে কাটিয়েছি যার গোসলখানার দরজায় লক ছিল না। সবাই তাকে বলে যে, তুমি দরজায় দাঁড়িয়ে থাক। সানন্দে সে এই ডিউটি পালন করে আর এটিও বলে যে, রাতে যদি কারো যেতে হয় তাহলে তখনও আমাকে নির্দ্বিধায় ঘুম থেকে উঠিয়ে দিও। এই

হাইকিংয়ের পর নিজ সহপাঠী স্নেহের জাফরের সাথে ক্রোয়েশিয়া যাওয়ার কথা ছিল তার। হাইকিংয়ের সময় জাফরের চোখে চোট লাগে। তখন সে বারবার দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে যে, হাইক থেকে নীচে গিয়েই ইনশাআল্লাহ্ তা'লা হাসপাতালে তোমার চেকআপ করাব। তিনি লিখেন যে, রেযা সেলীম খুবই নিষ্ঠাবান এক ওয়াকেফে জিন্দেগী ছিলেন। পরিশ্রমী, অবিচল, সবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করা ছিল তার উন্নত বৈশিষ্ট্য।

অনুরূপভাবে জামেয়ার আরেকজন শিক্ষক জহীর খান সাহেব লিখেন, গত দু'বছর ধরে রেযার ক্লাসকে পড়ানোর তৌফিক পাচ্ছিলাম। অধম এই যুবকের মাঝে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এটি দেখেছি যে, তার ওপর যেই কাজই ন্যস্ত করা হতো, সে কঠোর পরিশ্রম, একাগ্রতা এবং দায়িত্ববোধের চেতনা নিয়ে তা পালন করতো। অনেক সময় দেখি, নির্ধারিত কাজে নিয়োজিত অন্য ছাত্ররা এদিক সেদিক চলে গেলেও সে একাই সেই কাজ করে চলেছে। আর যতক্ষণ কাজ শেষ না হতো সে নিজ সাধ্য অনুসারে সেই কাজে লেগে থাকতো। রেযা সেলীমের একটি আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট্য হলো সে কখনো অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো না। যখনই কোন প্রশ্ন সে করতো তা হতো পাশ্চাত্যে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের ওপর সচরাচর যে সব আপত্তি হয় সেই সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন হতো। আর প্রায়ই বলতো যে, অ-মুসলিম বা অ-আহমদী কোন বন্ধুর সাথে তার কথা হয়েছে এবং সে এই প্রশ্নটি করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়ে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের সুরক্ষা এবং এর বিরুদ্ধে উত্থিত আপত্তি খন্ডনের জন্য এক শিখা প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছিলেন। তিনি বলেন, স্নেহের রেযা দু'একবার আমার সাথে গাড়িতে বসে লিফট নিয়েছে। সেই সময় দু'বার তার ইউএসবি স্টিক পকেট থেকে গাড়িতে পড়ে যায় আর তাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তকের অডিও রেকর্ড ছিল, আজে বাজে কোন জিনিস তার ইউএসবি-তে থাকতো না।

অনুরূপভাবে জামেয়ার শিক্ষক সৈয়্যদ মাশহুদ আহমদ সাহেব লিখেন, সে টিউটোরিয়াল গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত ছিল। পড়াশুনার পাশাপাশি জ্ঞানমূলক বিষয়াদি আর ব্যায়াম ইত্যাদি প্রতিযোগিতায়ও তার গভীর আগ্রহ ছিল। তার সাধারণ জ্ঞান বা জেনারেল নলেজ অন্যান্য ছাত্রের তুলনায় অনেক ভালো ছিল। অনুরূপভাবে তিনি বলেন যে, গত বছর বয়ানবাজি অর্থাৎ কবিতা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য রেযা প্রায় পাঁচ শতাধিক পঙক্তি মুখস্থ করে। আর এটি এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে, পঙক্তি মুখস্থ করার পূর্বে, শুধু মুখস্থই করতো না বরং এর বিষয়বস্তুও বুঝবার চেষ্টা করতো আর এর জন্য সিনিয়র ছাত্র এবং শিক্ষকদেরও সাহায্য নিত। তিনি আরো লিখেন, রেযা সেলীমের তবলীগের প্রতি গভীর আগ্রহ ও একাগ্রতা ছিল। গত বছর ওয়াকফে আরযীর জন্য তাকে ওলভার হ্যাম্পটন জামাতে পাঠানো হয়। সেখানে লিফলেট বিতরণ করা ছাড়াও স্থানীয় জামাতের সদস্যদের সাথে বেশ কিছু তবলীগি স্টলও সে করেছে। সেই সময় এক ইংরেজের সাথে তার সাক্ষাত হয় যে খুবই সক্রিয় খ্রিস্টান ছিল। স্নেহের রেযা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গবেষণার আলোকে সেই ব্যক্তিকে হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশ থেকে মুক্তি লাভ এবং কাশ্মীরের দিকে হিজরতের কথা অবহিত করলে সে খুবই আশ্চর্য হয়। এরপর সে তাকে মসজিদও ঘুরে দেখায় এবং তাকে আমন্ত্রণ জানায়। আর এর পরেও তার সাথে স্থায়ী তবলীগি যোগাযোগ অব্যাহত রাখে। অনুরূপভাবে স্থানীয় জামাত ইসলামাবাদ ও জামেয়া আহমদীয়ার সাথে লিফলেট বিতরণ এবং তবলীগি স্টলের কাজে অংশ নিতে সে সবসময় উদগ্রীব থাকতো। গত বছর তার ক্লাসের কিছু ছাত্র বা জামেয়ার কিছু ছাত্র গ্রীষ্মের ছুটিতে স্পেন

গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম যে, সেখানে অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ হাজার লিফলেট বা প্যাম্ফলেট বিতরণ করতে হবে আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এই গ্রুপ সেখানে পঞ্চাশ হাজার পাঁচ শত লিফলেট বিতরণ করে দিল।

অনুরূপভাবে জামেয়ার শিক্ষক মনসুর জিয়া সাহেব লিখেন, সে খুবই শান্ত শিষ্ট প্রকৃতির ছাত্র ছিল। আমি তাকে কখনো ভ্রু কুঞ্চিত করতে দেখিনি বা রাগের কোন লক্ষণ তার চেহারায় দেখিনি। খিলাফত এবং জামাতী বিশ্বাস সম্পর্কে কেউ অযথা কোন আপত্তি করলে তার চেহারায় প্রচন্ড রাগ এবং ক্রোধের লক্ষণ দেখেছি। তিনি আরো লিখেন, এসব কথা এই কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, তার প্রকৃতি খিলাফতের জন্য গভীর ভালোবাসা এবং আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি বলেন, খিলাফতের সাথে তার গভীর সম্পৃক্ততা ও সংশ্লিষ্টতা এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে একাগ্রতার আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো ক্লাসে খলীফাতুল মসীহ্‌র খুতবার কথা যখনই বলেছি আর খুতবার প্রেক্ষাপটে কিছু জিজ্ঞেস করতাম তখন অনেক কথাই তার ঠোঁটস্থ থাকতো। সে মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনতো। এরপর তিনিও একই কথা বলেছেন যা অন্যরাও লিখেছে যে, আমি দেখেছি তার মাঝে ছিল তবলীগের প্রতি এক গভীর অনুরাগ। সোশাল মিডিয়াতে অ-আহমদীদেরকে তবলীগ করা তার দৈনন্দিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিক্ষকদের দিক নির্দেশনায় কঠোর পরিশ্রম করে সে অ-আহমদীদের আপত্তি সমূহ রদ করে যুক্তিযুক্ত উত্তর দিত।

তার এক সহপাঠি স্নেহের সফির আহমদ লিখেন যে, আমার নিবাস বেলজিয়ামে। সে জানতো যে, আমি সপ্তাহান্তে বাসস্থানে যাই না, তাই উইক এন্ডে নিয়মিত তার ঘরের রান্না করা খাবার খাওয়ানোর জন্য আমাকে সে সাথে নিয়ে যেত। যেহেতু আমরা ইংরেজিতে দুর্বল, তাই ইংরেজি পরীক্ষার সময় বোঝানোর মাধ্যমে একইভাবে পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও সে সাহায্য করতো।

স্নেহের শাহ্‌যেব আতহারও অনুরূপই লিখেন যে, খুবই কোমলমতী, অন্যদের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাতকারী ব্যক্তি ছিল। সদা অন্যদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকা তার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি বলেন, আমাদেরকে ওয়াকফে আরযীর জন্য পাঠানো হলে আমরা সেখানকার বাজারে তবলীগি স্টল খুলি। তখন দুইজন খ্রিস্টান ব্যক্তি এলে রেযা খুবই সুন্দরভাবে তাদের কাছে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছায়। মরহুমের জ্ঞান খুব ব্যাপক ছিল আর তবলীগের প্রেরণায় সমৃদ্ধ ছিল। কখনো রাগান্বিত স্বরে কথা বলতো না। ছেলেদের একত্রিত করে অন্যান্য বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা নিত। তিনি বলেন, আমার একটি ঘটনা মনে আছে। ২০১৪ সনের আগস্টে ওয়াকফে আরযীর সময় এই অধম ও রেযা সেলীম মরহুম তবলীগি স্টল খুলি। যাওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে 'ব্রিটেন ফাস্ট'-এর সদস্যরা আসে। এরা ইসলাম বিরোধী। তারা তাদের লিফলেট বিতরণ করছিল। আমাদের কাছে পৌঁছে এরা রেযা সেলীমের সাথে রাগত স্বরে প্রশ্ন করতে থাকে, কিন্তু তিনি ধৈর্য্য এবং নমনীয়তার সাথে সব প্রশ্নের উত্তর দেন। অবশেষে তারা জানতে পারে যে, এরা সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয় যারা কট্টর পন্থী।

অনুরূপভাবে তার সাথের আরেক জন জামেয়ার ছাত্র যাফের বলেন, ক্লাসরুমে তার সাথে বসেছিলাম। হঠাৎ সে মার্কার হাতে নিয়ে বলে, যাফের! আমরা জামেয়ায় অনেক সময় নষ্ট করছি, এবং (আমাদের অনুস্থত) টাইম টেবিল লেখা আরম্ভ করে আর ফ্রি টাইমকে হাইলাইট করে বলে, এই সময়েও আমাদের কিছু না কিছু করা উচিত এবং সময় নষ্ট না করে কাজে লাগানো উচিত।

অনুরূপভাবে অবসর সময়ে শিক্ষকদের সাথে বসে বিভিন্ন বিষয় পড়ার পরিকল্পনাও হাতে নিয়েছিল সে। এরপর যেই ছেলের চোখের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, যার চোখে সামান্য আঘাত আসে, তিনি বলেন, আঘাত আমার সামান্যই লাগে আর শেষ অবধি পর্যন্ত বারবার এসে বলতে থাকে যে, যাফের! নীচে পৌঁছেই আমরা হাসপাতালে যাব যেন তোমার সঠিক চিকিৎসা নেয়া সম্ভব হয়। তিনি আরো বলেন, দুর্ঘটনার পূর্বে পাহাড় থেকে নীচে নামার সময় কোন জায়গায় আমার পা ফসকে গেলে মরহুমের আমার জন্য খুবই চিন্তা হতো আর বলতো যে, সাবধানে অগ্রসর হও। অনুরূপভাবে তিনি বলেন, গত বছর হাইকিংয়ের সময় উচ্চতার কারণে আমার কষ্ট হয়, যাকে এল্টিচিউড সিকনেস বলা হয়। সে তখন আমাকে বারবার আশ্বস্ত করতো আর জিজ্ঞেস করতো যে, আমি কেমন আছি কিন্তু এটি জানতো না যে, আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা ভিন্ন ছিল। এছাড়া উইকএন্ড থেকে ফিরে আসতো যখন সেসময় সচরাচর জামাতের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উত্থাপিত হতো সেগুলো মুখস্থ করে আসতো এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে উত্তর জেনে নিত।

অনুরূপভাবে জামেয়ার আরেক ছাত্র হাফেয তাহা বলেন, খিলাফতের জন্য সে ছিল নিবেদিত প্রাণ। যুগ খলীফার প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতো। খলীফায়ে ওয়াক্ত বা নিযামে জামাতের বিরুদ্ধে কারো কোন কথা সহ্য করতো না। একবার কোন এক ব্যক্তি, জামাত থেকে যে দূরে চলে যায়, খিলাফত সম্পর্কে কোন বাজে কথা বললে রেযা তাকে বলে যে, আমি তোমার সব কথা সহ্য করতে পারি কিন্তু খিলাফত সম্পর্কে বা খিলাফতের বিরুদ্ধে কোন কথা আমি সহ্য করতে পারি না।

এরপর আরেকজন ছাত্র দানিয়াল লিখেন যে, গত বছরের হাইকিংয়ের পর আমরা হাফিয এজাজ সাহেবের কাছ থেকে হাইকিং সংক্রান্ত বিষয়াদি শিখছিলাম এবং পরবর্তী হাইকিংয়ে যাওয়ার লেসন নিচ্ছিলাম। সে তখন খুবই আনন্দিত ছিল আর আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে সেলফোনে ভিডিও করে পাঠাচ্ছিলাম। সে আমাদের সবসময় আনন্দিত রাখার চেষ্টা করতো। তার চেষ্টা থাকতো যেন সময় নষ্ট না হয়।প্রত্যেক সপ্তাহে নতুন কোন বই পাঠ করতো। রীতিমত তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা ছিল তার। আর বন্ধুদের বলতো যে, তাহাজ্জুদের সময় যদি সে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে তাহলে তাকে যেন সজোরেই জাগিয়ে দেয়া হয়। জামেয়ার পড়ালেখার পাশাপাশি জাগতিক জ্ঞান অর্জনেরও গভীর আগ্রহ ছিল। জেনারেল নলেজ বা সাধারণ জ্ঞান এবং কবিতা প্রতিযোগিতার প্রতিও বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং তাতে অংশ নিত।

অতএব এমনই আরো বহু ঘটনা মানুষ তার সম্পর্কে লিখেছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর প্রিয়দের মাঝে স্থান দিন। এই সদ্য যুবক যেভাবে আমি বলেছি জামেয়া পাশ করার পূর্বেই উত্তম মুরুব্বী এবং মুবাল্লিগ হয়ে গিয়েছিল। খিলাফতের জন্য অশেষ আত্মাভিমান রাখতো। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর বিভিন্ন জামেয়ার সকল ছাত্রদের তৌফিক দিন তারাও যেন নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততায় অগ্রগামী থাকে এবং নিজেদের দায়িত্ব পালনকারী হয়। স্নেহের রেযার বন্ধুরা কেবল তার গুণাবলীই যেন বর্ণনা না করে বরং বন্ধুত্বের দাবি হল, তার গুণাবলী অবলম্বন করে নিজেদের সকল শক্তি ও সামর্থ্য ধর্মের সেবায় নিয়োজিত করে, আর আমারও এবং ভবিষ্যতে আগত খলীফাদেরও সর্বোত্তম সাহায্যকারী এবং 'সুলতানে নাসীর' যেন সর্বদা তাদের হস্তগত হতে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা তার পিতা মাতা এবং ভাইবোনদেরও আত্মিক প্রশান্তি দান করুন। আর খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে যেই ধৈর্য তারা প্রকাশ করেছেন এর ওপর যেন সবসময় প্রতিষ্ঠিত থাকতে

পারেন আর খোদার কৃপাবারি যেন লাভ করতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতের সকল পরীক্ষা এবং সমস্যা থেকে তাদেরকে সুরক্ষা দান করুন। নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্ তা'লা জানাযা হাযের হবে। আমি বাইরে গিয়ে জানাযা পড়াব, বন্ধুরা এখানেই সারিবদ্ধভাবে থাকবেন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত